শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক। পেশাগত জীবনে তিনি বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা। জন্ম ১০ই জুন ১৯৮৫ সালে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার খাশিমারা গ্রামে। পিতা মোহাম্মদ আবদুর রহিম, মাতা মোসাম্মৎ মাজেদা খাতুন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা জামালপুরের মাহমুদপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে। পঞ্চম শ্রেণিতে সরকারি বৃত্তি (১৯৯৫) অর্জন। ঢাকা কলেজ থেকে ২০০৭ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর (২০০৮), সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএল.বি. (২০১৩)।

একুশ শতকের শূন্য দশক থেকে লেখালেখি শুরু। মূলত তিনি সৃজনশীল প্রবন্ধ লিখেন। অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা ও জার্নালে। কাজী নজরুল ইসলামের ওপর ও আইন-বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো পাঠক সমাদৃত হয়েছে। ২০১০ সালে বাংলা একাডেমি তরুণ লেখক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রথম ব্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। 'অমর একুশে বাংলা একাডেমির ৬০ বছর ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৫ স্মারকপত্রে'র প্রকাশনা সহকারী এবং পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য 'জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২' গ্রন্থের প্রকাশনা পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'জীবন-কথা : মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার' (২০২২), 'কাজী নজরুলের কারাজীবন' (২০২৩), 'ডা. মো. জাকির হোসেন : কালসমুদ্রে আলোরযাত্রী' (২০২৪)।

কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অর্জন করেছেন কুমিল্লা সাহিত্য সংসদ গুণিজন সম্মাননা (২০২২), তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক পুরস্কার (২০০৯), ঢাকা কলেজ থেকে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক পুরস্কার (২০০৯), ঢাকা কলেজ থেকে ইদ-ই-মিলাদুন্নবি উপলক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক পুরস্কার (২০০৮)সহ বেশকিছু পুরস্কার ও সম্মাননা।

স্মৃতিকথা : বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

স্মৃতিকথা

বর্ধমান হাউসে

কাজী নজরুল

শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

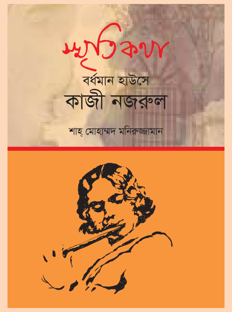

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের সঙ্গে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জড়িয়ে আছেন গভীর একাত্মতায়। কাজী নজরুল তার উদ্দাম জীবনের দিনগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রার্থী, মুসলিম সাহিত্য সমাজের একাধিক বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বর্ধমান হাউসে একাধিকবার এসেছিলেন। কাজী নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক নানা উপকরণে সমৃদ্ধ বর্ধমান হাউস। এ ভবনে তার স্মৃতি রক্ষার জন্য গড়ে উঠেছে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ'। ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে কাজী নজরুলের অন্তরঙ্গতা, বিরহ, সাংগীতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সব মিলে বিপ্লব আর রোমান্সের সাক্ষী এ ভবন। কবি নজরুলের সুন্দর টগবগে জীবনের দুরন্ত তুঙ্গীয় সময়গুলোর গল্প রচিত হয়েছে এ বর্ধমান হাউসে। কবি বর্ধমান হাউসে থাকাকালীন রমনায় বসে থাকতে পছন্দ করতেন। এখানে বসে তিনি কবিতা ও গানের সুর নিয়ে ভাবতেন।

'চক্রবাক' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থ, 'শিউলিমালা' (১৯৩১) গল্পগ্রন্থে কবি যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালীনেরই প্রতিচ্ছবি। বর্ধমান হাউসের পাশে পুকুর, বট-বহেরা তলায় তার ঘ্রাণ রয়েছে যা কাজী নজরুল চর্চার একটি অংশ। এদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। সেই সময় থেকেই তার কবিতা, গান ও বক্তৃতায় এদেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন তিনি। কাজী নজরুল নিজ হাতে কখনো কোনো দিনলিপি লিখেননি। ফলে বর্ধমান হাউসে তার অবস্থানের দিনক্ষণ ও সৃষ্টিকর্ম নির্ধারণ করা আজ অত্যন্ত দুরূহ।

বর্ধমান হাউসের সঙ্গে কাজী নজরুলের স্মৃতিবিধুরতার প্রসঙ্গ নিয়ে 'স্মৃতিকথা : বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুল' গ্রন্থ সম্ভবত এই প্রথম। বর্ধমান হাউসে অবস্থানকালে কবির মধুর স্মৃতির সঙ্গে বিষাদের স্মৃতিও রয়েছে। শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের এ বইটি বর্ধমান হাউসে কাজী নজরুলের স্মৃতির ওপর একটি ঐতিহাসিক দলিল। এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধে সমকালের কয়েকজনের লেখার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ থেকে কবির জীবনের এই অনালোচিত অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারা যাবে। কাজী নজরুলপ্রেমী ও গবেষকদের জন্য এ বইটি সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।